খানকায়ে হযরত পীর ড. মুশতাক আহমদ

ডেমরা, ছোট পাইটি, ওয়াসা রোড, ঢাকা

মোবাইলঃ 01715437445

==========

ইসলামে সন্তানের জন্মদান ও লালনপালন

সন্তান মহান আল্লাহর অন্যতম বড় নিয়ামত। এটি মানব বংশ বিস্তারের একমাত্র উপকরণ। সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে বিবাহ করা নবীগণের সুন্নাত। অবশ্য এটি হল সুন্নাতে আদীয়া। বহু পয়গাম্বর সন্তান লাভের জন্য মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দুআ করেছেন বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। ইসলামে বৈরাগ্যতা নেই। মহানবী সা. নিজ জীবনে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। সন্তান লালন করেছেন এবং অধিক সন্তানের জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন।

সন্তান লালনে পিতামাতার বহু কষ্ট ও ত্যাগ অবলম্বন করতে হয়। সন্তানের জন্য পিতামাতা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন। জননী মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে পেটে ধারণ করেন। মৃত্যুর সাথে মোকাবেলা করে সন্তান জন্ম দেন। তারপর সন্তানের সর্বোচ্চ কল্যাণকামিতা বুকে নিয়ে তাকে লালন করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এ কাজকর্মের সবগুলোই নেক আমল হিসাবে গণ্য। প্রত্যেকটি কাজের বিপরীতে বাবা ও মায়ের আমলনামায় পূণ্য লিপিবদ্ধ হয়। অধিকন্তু যে কাজটি যত কষ্টসাধ্য সে কাজের বিপরীতে দেওয়া নেক আমলটি তত অধিক মূল্যবান হিসাবে লেখা হয়।

সন্তান প্রতিপালনে যত্ন শীল হওয়ার জন্য ইসলামে বিশেষ তাকিদ করা হয়েছে। মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন, তোমরা সন্তানদের ব্যাপারে যত্নশীল হও। অবহেলায় পথচ্যুত সন্তান নিজে যেমন ধ্বংস হয় তেমনি নিজ পিতামাতা ও অভিভাবকের জন্যও ধ্বংস টেনে আনে। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে কুসন্তান জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে নিজ পিতামাতাকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে বাধ্য করবে। পক্ষান্তরে নেক ও চরিত্রবান সন্তানের কারণে আল্লাহ তার পিতামাতাকে আখিরাতে উচ্চ

সম্মান দান করবেন। কাউকে রাজমুকুটও দান করবেন। সন্তানের কারণে তারা জান্নাত লাভের সুযোগ পাবেন।

মানুষের মৃত্যুর পরেও তিনটি জিনিসের কারণে কবরে তার জন্য নেক আমল পৌঁছতে থাকে। এ তিনটির মধ্যে অন্যতম হল নেক সন্তান। সন্তানকে আদর সোহাগ করা এবং উত্তমরূপে প্রতিপালনে মনোযোগী থাকা, মানবতাবোধ ও ঈমান পূর্ণতার পরিচায়ক। তাদেরকে মানুষরূপে গড়ে তোলার প্রতি সবিশেষ মনোযোগী রাখার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনে সর্বদা পাঠের জন্য নিæোক্ত দুআ শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে;

ربنا هب لنا من ازواجنا و ذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। (সূরা ফুরকান, ২৫ঃ ৭৪(

সন্তান প্রতিপালনে মহানবী অনেক মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। নিম্নে তাঁর দিকনির্দেশনাগুলো বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ থেকে বাছাই করে উপস্থাপন করা হল।

এক. উপযুক্ত 'মা' নির্বাচন

সন্তানের শরীর ও মন কেমন হবে তা অনেকটা নির্ভর করে তার মায়ের উপর। ইসলাম তাই সন্তান গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত মা নির্বাচনে তাকীদ করেছে। মা সন্তানের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠজন ও প্রথম শিক্ষিকা। মা ভাল হলে তার গর্ভের সন্তানও ভাল হবে। এ মর্মে মহানবী সা. ইরশাদ করেন;

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تخيروا لنطفكم فان العرق دساس

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, ভাল সন্তান লাভ করতে হলে ভাল খান্দান দেখে বিবাহ কর। কারণ সন্তানের মধ্যে পূর্বপুরুষের স্বভাব-প্রকৃতি বিস্তার করে থাকে।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اياكم و خضرواء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله قال المرءة الحسناء فى منبت السوء

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, তোমরা গন্ধময় স্থানে উদ্গত সবুজ ঘাস গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গন্ধময় স্থানের সবুজ ঘাস জিনিসটি কি? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, মন্দ খান্দানের সুন্দরী নারী।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس معادن فى الخير و الشر خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, ভাল কিংবা মন্দ হওয়ার দিক থেকে মানুষ খনির ন্যায়। তন্মধ্যে যারা জাহিলী যুগে উচ্চ পর্যায়ের ছিল ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা উচ্চ পর্যায়ের যদি তারা ইসলামকে মনেপ্রাণে হৃদয়ঙ্গম করে থাকে।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنكحوا القرابة فان الولد يخلق ضاويا

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, তোমরা নিজ গোত্রে বিবাহ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাক। কারণ তাতে সন্তান শারিরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল জন্ম নেয়। (ড. মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩(

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم الامم

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, তোমরা অধিক ভালবাসা ও অধিক সন্তানদানকারীণী নারীদের বিবাহ কর। আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য দিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব।

দুই. নবজাতকের আগমনে আনন্দ প্রকাশ

সন্তান জন্মের পর অভিভাবক ও আত্মীয়দের পক্ষ থেকে আনন্দ প্রকাশ করা ইসলামের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব। ফকীহগণ বলেন, তৎক্ষণাৎ আনন্দ প্রকাশ কিংবা মুবারকবাদ দেওয়ার সুযোগ না পাওয়া গেলে পরে নবজাতক ও তার পিতামাতার জন্য দুআ করা মুস্তাহাব। আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম বলেন, মদীনায় মুহাজির সাহাবীগণের প্রথম সন্তান ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র রা.। তাঁর জন্ম লাভে আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করে ছিলেন।

তিন. নবজাতকের কানে আযান ও ইকামত বলা

নবজাতক শিশু ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক জন্ম গ্রহণের পর তাকে গোসল দিতে হয়। গোসল দানের পর সর্বপ্রথমে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নাত। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে;

عن ابى رافع رضى الله عنه قال رائت رسول الله صلى الله عليه و سلم اذن فى اذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة بالصلاة

হযরত আবূ রাফি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে দেখেছি যে, হযরত ফাতিমা রা.-এর গর্ভ থেকে হযরত হাসান রা.-এর জন্ম হলে রাসূলুল্লাহ সা. তার কানে নামাযের আযানের মত আযান দিয়েছেন।

عن الحسن بن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم من ولد له مولود فاذن فى اذنه اليمنى و اقام فى اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان

হযরত হাসান ইবন আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন যে, যেই নবজাতকের জন্মের পর তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া হয় সেই নবজাতক 'শিশু-মাতৃকা' রোগ থেকে নিরাপদ থাকে।

উল্লেখ্য অতি শৈশবে বিভিন্ন প্রকারের টীকা যেমন শিশুকে গোটা জীবনের বহু মারাত্মক রোগ থেকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখে তদ্রুপ জন্মত্তোর আযানের ধ্বনি ও বাক্যগুলো তাকে রূহানী ভয়ানক ব্যাধি থেকে নিরাপদ করে দেয়। তখন শিশুমনে ঈমানের ভিত্তি স্থাপিত হয়, সুদৃঢ় হয় এবং সে শয়তানের অনিষ্ট ও প্ররোচনা থেকে আশংকামুক্ত থাকে।

চারঃ তাহনীক-মিষ্টিমুখকরণ

তাহনীক অর্থ হল খেজুর অথবা কোন মিষ্টিজাত দ্রব্য মুখে চিবিয়ে নরম করে শিশুর মুখে তুলে দেওয়া যেন রসের কিছু অংশ তার পেটে চলে যায়। মহানবী সা.-এর হাদীসে আছে,

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يوتى بالصبيان فيبرك عليهم و يحمكهم

রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে নবজাতক শিশুদের (দুআ করার) জন্য পেশ করা হত। তখন রাসূলুল্লাহ সা. তাদের জন্য বরকতের দুআ করতেন এবং তাদেরকে মিষ্টিমুখ করাতেন।

عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنه انها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة فولدت بقباء ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه و سلم ووضعت فى حجره ثم دعا له بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه فكان اول شىء دخل فى جوفه ريق رسول الله ثم حنكه ثم دعا له و برك عليه

হযরত আসমা বিনত আবূ বকর রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি মক্কা শরীফ অবস্থান কালে স্বামী হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র সূত্রে গর্ভবতী হন। তারপর মদীনা হিজরতের পথে কুবা নামক স্থানে সন্তান প্রসব করেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি সন্তানকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে এনে তাঁর কোলে রাখলাম। রাসূলুল্লাহ সা. তখন খেজুর এনে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখ গহŸরে কিছু থুথু ছিটিয়ে দেন। তার পেটে সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ সা. এর থুথু মোবারক প্রবেশ করে। তারপর তিনি শিশুকে মিষ্টিমুখ করালেন এবং তার জন্য বরকতের দুআ করলেন।

পাঁচঃ শিশুর নামকরণ

মানুষের জীবনে নামের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভাল নাম ব্যক্তির জীবনে ভাল প্রভাব ফেলে। আর মন্দ নাম মন্দ প্রভাব ফেলে। রাসূলুল্লাহ সা. তাই কোন শিশুর মন্দ নাম পছন্দ করতেন না। এমনকি কারো কোন মন্দ নাম দেখলে তিনি তা কিঞ্চিত বদলিয়ে ভাল নামে পরিণত করে দিতেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, পিতার উপর নবজাতকের অন্যতম হক হল তার জন্য সুন্দর নাম রাখা।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تسموا باسماء الانبياء و احب الاسماء الى الله عبد الله و عبد الرحمن و اصدقها حارث و همام و اقبحها حرب و مرة

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, তোমরা নবীগণের নামে নামকরণ কর। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম হল ‘আবদুল্লাহ’ ও ‘আবদুর

রহমান’। আর সর্বপেক্ষা সত্য নাম হল ‘হারিস’ ও ‘হাম্মাম’। আর সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় নাম হল ‘হরব’ ও ‘মুররা’।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اغيظ رجل على الله يوم القيامة و اخبثه رجل يسمى ملك الاملاك لا ملك الا الله

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় ব্যক্তি বিবেচিত হবে সে ব্যক্তি যার নাম রাখা হয়েছে মালিকুল আমলাক (সম্রাটদের সম্রাট)। কারণ সম্রাটদের সম্রাট একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

نها رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نسمى رقيقنا اربعة اسماء افلح و نافع و رباح و يسار

সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে নিষেধ করেছেন আমরা যেন গোলামদের জন্য চারটি নাম যথা আফলাহ, নাফি, রাবাহ ও ইয়াসার -না রাখি।

ছয়ঃ আকীকা করা

জন্মের সপ্তম দিবসে শিশুর জন্য আকীকা করা সুন্নাত। সপ্তম দিবসে সম্ভব না হলে পরবর্তী যে কোন সপ্তম দিবসে কিংবা সহজ সাধ্য দিবসে আকীকা আদায় করে নিতে হয়। আকীকা বস্তুত সন্তান লাভজনিত কারণে মহান আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া আদায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। ছেলে সন্তানের কারণে স্বাভাবতঃ মানুষ বেশী খুশী হয় বিধায় এ ক্ষেত্রে শুকরিয়া বড় আকারে করতে হয়। তাই ছেলে হলে দুটি বকরী আর মেয়ে হলে একটি বকরী যবাহ করার মুস্তাহাব।

কোন ব্যক্তি কন্যা সন্তান জন্মের কারণে যদি বেশী খুশী হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে সে এ কন্যার আকীকায় একাধিক বকরী যবাহ করাই উত্তম। সপ্তম দিবসে সম্ভব না হলে পরবর্তী সপ্তম দিবসে কিংবা তার পরবর্তী

সপ্তম দিবসে আদায় করাকেও কোন কোন ফকীহ মুস্তাহাব বলেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে ;

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه و يسمى فيه و يحلق راسه

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবজাতক নিজ আকীকার সাথে বন্ধক থাকে। তাই জন্মের সপ্তম দিবসে তার পক্ষ থেকে আকীকা করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করা হবে।

عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم امرهم عن الغلام شاتان مكافئتان و عن الجارية شاة

হযরত আইশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে নবজাতক ছেলে সন্তানের জন্য দু'টি সমবয়সী বকরী আর মেয়ে সন্তানের জন্য একটি বকরী আকীকা করারা নির্দেশ দিয়েছেন।

عن على رضى الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحسن بشاة

হযরত আলী ইবন আবূ তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. হাসানের জন্য একটি বকরী দ্বারা আকীকা করেন।

সাতঃ শিশুর মাথা মুণ্ডানো

আকীকার পশু যবাহের পূর্বক্ষণে শিশুর মাথা মুণ্ডানো মুস্তাহাব। নবজাতকের মাথার চুল যেহেতু তার জন্য কষ্টকর বিধায় তাই এ চুল কামিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে শিশু আরাম বোধ করে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে এ মর্মে সমর্থন পাওয়া যায়। মাথা মুণ্ডানো সম্পর্কে হাদীসে আছে;

عن على رضى الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحسن بشاة و قال يا فاطمة احلقى راسه و اصدقى بوزنة شعره فضة فكان وزنه درهما او بعض درهم

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. (নবজাতক) হযরত হাসান রা. এর পক্ষ থেকে একটি বকরী দ্বারা আকীকা করে বলেছিলেন, হে ফাতিমা! হাসানের মাথা মুড়িয়ে দাও এবং তার চুলের সমপরিমাণ ওযনে রৌপ্য সাদাকা করে দাও। হযরত আলী রা. বলেন, তারপর আমি তার কর্তিত চুল ওযন করে দেখলাম, সেগুলো এক দেরহাম বা কিছু বেশী ওযনের সমান।

عن ابى بردة رضى الله عنه قال كنا فى الجاهلية اذا لاحدنا غلام ذبح شاة و لخ راسه بدمها فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة و يحلق راسه و نلطحه بزعفران

হযরত আবূ বুরায়দা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে আমাদের নিয়ম ছিল যে, কারো নবজাতক সন্তান হলে তার জন্য একটি বকরী যবাহ করা হত এবং বকরীর রক্ত দ্বারা নবজাতকের মস্তক রঞ্জিত করে দেয়া হত। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণ দ্বারা ধন্য করলে এখন আমরা আকীকার জন্য একটি বকরী যবাহ করি, তার মস্তক মুণ্ডন করে দেই এবং মুণ্ডিত মস্তক জাফরানের সুগন্ধি দ্বারা মাজিয়ে দেই।

আটঃ শিশুর মুখে প্রথম বাক্য

শিশু দিনে দিনে বড় হয়। আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলতে শিখে। শব্দ, বাক্য ও ভাব প্রকাশের সাথে পরিচিতি হয়। ইসলামের নির্দেশ হল, শিশু সর্বপ্রথমে যে বাক্যটি শিখবে সেটি যেন হয় কালিমায়ে তায়্যিবা। কেননা যে জিনিসের সূচনা সুন্দর হয় আশা করা যায় যে সে জিনিসের পরিনতিও সুন্দর হবে। একখানা হাদীসে আছে,

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم افتحوا على صبيانكم اول كلمة بلا اله الا الله

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তোমরা নিজ শিশুদেরকে সর্বপ্রথমে যে বাক্যটি শিখাবে সেটি হবে (কালেমা তায়্যিবা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

নয়ঃ খতনা করা

শিশুর খতনা করা সুন্নত। এ কাজটি যথাসময়ে করিয়ে নিতে হয়। খতনা ছেলেদের জন্য সুন্নত। কিন্তু মেয়েদের জন্য প্রয়োজন নেই। বায়হাকী শরীফে হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত একখানা হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনকে জন্মের সপ্তম দিবসে আকীকার সাথে খাতনাও করিয়ে দিয়ে ছিলেন। খাতনা সম্পর্কে হাদীসের বাণী নিম্মরূপ;

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من الفطرة المضمضة و الاستنشاق و قص الشارب و السواك و تقليم الاظفار و نتف الابط و الاستحداد و الاختتان

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, মানুষের সহজাত চাহিদাযুক্ত জিনিস হল কুলি করা, নাক পরিষ্কার করা, গোঁ কাটা, মিসওয়াক করা, নখ কাটা, বগল পরিষ্কার রাখা, নাভীর নিম্ম স্থান পরিষ্কার রাখা এবং খতনা করা।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الختان سنة للرجال و مكرمة للنساء

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, খতনা করা ছেলেদের ক্ষেত্রে সুন্নাত আর মেয়েদের ক্ষেত্রে সম্মানজনক।

দশঃ মায়ের দুধ পান করানো

ইসলাম শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোর জন্য উৎসাহিত করেছে। এতে মা ও সন্তানের সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয়। সন্তান নিরাপদ লালিত হওয়ার সুযোগ পায়। মাতৃদুগ্ধ পানের সহযোগিতার লক্ষ্যে ইসলাম দুগ্ধদান কারীনী মায়ের জন্য শরীয়তের বিধানকেও শিথিল করা দিয়েছে। হাদীসে আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة و الصوم عن المسافر و عن المرضع و الحبلى

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের উপর থেকে চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের অর্ধেক রহিত করে দিয়েছেন। আর মুসাফির, স্তন্যদানকারী ও গর্ভবতী মহিলা থেকে রামাযানের রোযা রাখার বাধ্যবাধকতা হ্রাস করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য হযরত উমরের শাসনামলে মাতৃদুগ্ধ পান করানোকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তিনি তাদের জন্য সরকারী ভাতার ব্যবস্থা করে ছিলেন।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم توقوا اولادكم لبن البغى و المجنونة

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, তোমরা নিজ সন্তানদেরকে দেহপসারিণী ও পাগল মহিলার দুধ পান থেকে দূরে রাখ।

এগারঃ কন্যা সন্তান লালনে যত্ন নেওয়া

জাহিলী যুগে কন্যা সন্তানকে অপমানের কারণ মনে করা হত। ফলতঃ কন্যা সন্তানদের জীবিত দাফন করার মত বর্বরতা মানব সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলাম শক্ত হাতে এ অমানবিকাতার দমন করে এবং কন্যা সন্তানের লালনকে উৎসাহিত করে। হাদীসে আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا و هو كهاتين و ضم اصابعه

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তানকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন করে কিয়ামত দিবসে আমি এবং সে এমনভাবে থাকবো- কথাটি বলে তিনি নিজ আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে একত্রিত করে দেখান।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن و صبر عليهن و اتقى الله فيهن دخل الجنة

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির তিনজন কন্যা সন্তান কিংবা তিনজন বোন কিংবা দু'কন্যা বা দু'বোন আছে আর সে তাদের সাথে ভাল আচরণ করে চলে। তাদের সেবা যতেœ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একখানা হাদীসে আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم الولد البنات المخدرات

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, পর্দাশীল কন্যারাই (পিতামাতার) উত্তম সন্তান।

বারঃ সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

ভালবাসা আদর যত্ন ও সোহাগের ক্ষেত্রে পিতামাতর কাছে পুত্র ও কন্যা উভয়েই সমান হকদার। তাদের মধ্যে দানের ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যবধান করা সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম। হাদীসে আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم

রাসূলুল্লাহ সা. তিনবার বলেন, তোমরা নিজ সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সাম্য বজায় রেখে চল, নিজ সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সাম্য বজায় রেখে চল, নিজ সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সাম্য বজায় রেখে চল।

তেরঃ সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় করা

সন্তান নিজে কর্মক্ষম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অভিভাবক ও পিতামাতার কাছে দায়গ্রস্ত থাকে। সে কতদিন বেঁচে থাকবে আর বেঁচে থাকলেও পিতামাতার দায় কতটুকু শোধ করবে সে প্রশ্ন কোন মানবতার প্রশ্ন নয়। ইসলামে সন্তান লালনের জন্য এ সময়ে যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেটিকে উত্তম নেক আমল বলে গণ্য করা হয়েছে। সন্তানের জন্য ব্যয়কৃত প্রতিটি পয়সাকে সাদাকাসমূহের মধে শ্রেষ্ঠ সাদাকা রূপে হাদীসে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মহানবী ইরশাদ করেন,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم دينار انفقته فى سبيل الله و دينار انفقتته فى رقبة و دينار تصدقت به على مسكين و دينار انفقته على اهلك اعظم اجرا الذى انفقته على اهلك

পয়সা-কড়ি বিভিন্নভাবে খরচ হয়। তন্মধ্যে কোন টাকা পয়সা তোমরা খরচ কর আল্লাহর পথে জিহাদে, কোনগুলো খরচ কর গোলাম আযাদের কাজে, কোনগুলি খরচ কর গরীব মিসকীনের লালনে আর কোনগুলি খরচ কর নিজ পরিবার পরিজন ও সন্তানের জন্য। এগুলোর

মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সওয়াবের ব্যয় হল সেই টাকা-পয়সা যেগুলো তোমরা নিজ পরিবার ও সন্তানের জন্য ব্যয় করে থাক।

চৌদ্দঃ সুস্থতা ও স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির প্রতি যত্ন বান হওয়া

অভিভাবকদের জন্য সন্তানের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী। একটি নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত শিশুদের শরীর ক্রমে প্রবৃদ্ধি লাভ করে। এ সময়ে সঠিক যত্ন শীলতা না থাকলে অনেক সময় বড় ধরণের ক্ষতি ও অঘটন ঘটে যায়। সচ্ছলতা থাকা স্বত্তে¡ও এ পর্যায়ে খামখেয়ালী করা ইসলামের দৃষ্টিতে বড় ধরণের অপরাধ। হাদীসে বলা হয়েছে,

قال النبي صلى الله عليه و سلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت

মহানবী সা. ইরশাদ করেন, মানুষ গুণাহগার ও অপরাধী বিবেচিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যাদের ভরণ-পোষণ তার দায়িত্বে সেই পোষ্য লোকেরা তার খামখেয়ালীর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم احبوا الصبيان و ارحموهم

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, তোমরা শিশুদের প্রতি øেহশীল থাক এবং তাদের প্রতি দয়া কর।

পনরঃ সন্তানের চিকিৎসার প্রতি নজর রাখা

শিশু বয়সে রোগ ব্যাধি বেশী হয়। রাসূলুল্লাহ সা. শিশুদের চিকিৎসার জন্য তাকিদ দিতেন। শিশুদের প্রতি 'বদনজর' লাগাকে সত্য বলে অভিহিত করেছেন। আম্মাজান হযরত আইশা সিদ্দীকা বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. কোন রোগীকে শুশ্রুষা করতে গেলে তাকে নিম্মোক্ত দু'আ পড়ে ফুঁ দিয়ে দিতেন,

اَللّٰهُمَّ رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافى لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما

কখনো কখনো নিম্মোক্ত দু'আ পড়তেন,

اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে;

قال النبي صلى الله عليه و سلم لكل داء دواء فاذا اصاب الدواء الداء برء باذن الله

মহানবী সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেক রোগের জন্যই চিকিৎসা রয়েছে। সতরাং যখন রোগ অনুসারে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করা হয় তখন আল্লাহর হুকুমে রোগ নিরাময় হয়ে যায়।

قال النبي صلى الله عليه و سلم ان الله انزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداووا و لا تداووا بحرام

মহানবী সা. ইরশাদ করেন মহান আল্লাহ রোগ ও চিকিৎসা উভয় দান করেছেন। প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা নির্ধারিত আছে। কাজেই চিকিৎসা কর। কিন্তু হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করো না।

ইমাম বুখারী বর্ণিত একখানা হাদীসে নবীজী আরো বলেন, মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব জিনিস হারাম করেছেন সেগুলোর মধ্যে তোমাদের কোন চিকিৎসাও রাখেননি।

ষোলঃ সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করা

অসুস্থের চিকিৎসা করা যায় কিন্তু হায়াত প্রদান করা যায় না। সব মানুষকে তার নির্ধারিত আয়ুর শেষে বিদায় গ্রহণ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে বয়স্ক হয়ে মারা যাওয়ার চেয়ে পূর্বে মারা গেলে মানুষের কাছে বেশী কষ্ট লাগে। শিশুমৃত্যু আরো বেশী কষ্টদায়ক। তাই এ মুহুর্তে সবর ও ধৈর্যধারন করাকেও অধিক সওয়াবের জিনিস বলে অভিহিত করা হয়েছে। হাদীসে আছে;

قال النبى صلى الله عليه و سلم اذا مات ولد العبد قال الله عز و جل لملائكته قبضتم ولد عبدى فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدى فيقولون حمدك و استرجع فيقول ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة و سموه بيت الحمد

মহানবী সা. ইরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তির সন্তান ইন্তিকাল করে তখন আল্লাহ তাআলা নিজের ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা কি আমার (অমুক) বান্দার সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছ? তারা উত্তর দেয়, জী হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন, তোমরা কি তার হৃদয়খণ্ডকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছ? তারা উত্তর দেয়, জী হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন, তখন আমার বান্দা কি মন্তব্য করেছে? তারা উত্তর দেয়, সে আপনার উদ্দেশ্যে আল হামদুলিল্লাহ ও ইন্না লিল্লাহ পড়েছে। আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার সেই বান্দার জন্য বেহেশতে একটি বিশেষ প্রাসাদ নির্মাণ কর এবং এ প্রাসাদে 'বায়তুল হামদ'-এর নামফলক স্থাপন কর।

قال النبى صلى الله عليه و سلم ما من كن امرءة يموت لها ثلاثة من الولد الا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرءة و اثنان قال رسول الله و اثنان

মহানবী সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের যে সব মহিলার তিনটি শিশু ইন্তিকাল করে এ শিশুরা তার জন্য জাহান্নামের প্রবেশদ্বারে বাধাদানকারী হিসাবে থাকবে। জনৈক মহিলা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি

দু'টি শিশু মারা যায় ? দু'টি শিশু মারা গেলে দু'টি শিশুও (জাহান্নামের প্রবেশদ্বারে বাধাদানকারী হিসাবে থাকবে)।

عن عائشة رضى الله عنه انها قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث الا جيئ بهم يوم القيامة حتى يوقعوا باب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى تدخل ابائنا فيقال لهم ادخلوا الجنة و ابائكم

হযরত আইশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, মুসলিম পিতামাতার যে সন্তান প্রাপ্ত বয়সের পূর্বে ইন্তিকাল করে তাদেরকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত করে বেহেশতের গেইটে রাখা হবে। তাদেরকে বলা হবে, যাও, বেহেশতে প্রবেশ কর। তারা উত্তর দিবে, না, আমরা প্রবেশ করবো না। যতক্ষণ না আমাদের পিতামাতা প্রবেশ করবেন। তখন তাদের বলা হবে, ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে সঙ্গে নিয়ে বেহেশতে প্রবেশ কর।

সতেরঃ ইয়াতীম সন্তানের লালন

পিতৃহীন সন্তান প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত ইয়াতীম হিসাবে পরিগণিত। এ ইয়াতীমদের লালন পালনের ভার তার নিকটাত্মীয় নতুবা সমাজের উপর ন্যাস্ত থাকে। সন্তানের জন্য যেমন পিতামাতা জবাবদেহী করতে হয় ইয়াতীমদের ব্যাপারে তদ্রুপ তার নিকটাত্মীয় ও সমাজের লোকজন মহান আল্লাহর কাছে জবাবদেহী করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সা. নিজে ইয়াতীম ছিলেন। ইয়াতীমদের প্রতি তাই তার স্নেহশীলতাও বেশী ছিল। হাদীসে আছে,

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال انا و كافل اليتيم فى الجنة و اشار باصبعيه يعنى السبابة و الوسطى

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, আমি ও ইয়াতীমের লালনকারী বেহেশতে এভাবে থাকবো কথাটি বলে নবীজী নিজের শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয়কে একত্রিত করে দেখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সা. একবার দুআ করে বলেন,

اللّٰهُمَّ انى احرج حق الضعيفين اليتيم و المراة

হে আল্লাহ! আমি দুর্বলদ্বয় অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীর হক নষ্ঠকারীর বিরুদ্ধে তোমার কাছে অভিযোগ দায়ের করছি।

আঠারঃ সন্তানদের ঈমানের শিক্ষাদান

অতি শৈশব থেকেই সন্তানদেরকে ঈমানের তালীম দিতে হয়। তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে পরিচিত করতে হয়। তাদেরকে হালাল-হারাম ও পাক পবিত্রতা সম্পর্কে সজাগ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ সা. শিশুদেরকে তাদের উপযোগী ভাষায় ঈমানের তালীম দিতেন। সাহাবী ইবন আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. একদা আমাকে বলেছিলেন,

يا غلام انى اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله و اذا استعنت فاستعن بالله و اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك و ان اجتمعوا على ان يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام و جفت الصحف

হে প্রিয় বৎস! তোমাকে কয়েকটি কথা বলে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহর আদেশসমূহের হিফাযত করবে তাহলে আল্লাহ তোমার হিফাযত করবেন। তুমি হক্কুল্লাহকে গুরুত্ব দিয়ে পালন করবে, দেখবে আল্লাহ

তোমারই সম্মুখে বিদ্যমান। কোন প্রার্থনা করলে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে। সাহায্য চাইলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। তুমি মনে রেখ, যদি সমগ্র সৃষ্ট জগত তোমার উপকার করতে চায় তাহলে তোমার জন্য যতটুকু কল্যাণ আল্লাহ লিখে রেখেছেন তার বেশী তারা কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না। আর সমগ্র জগৎ যদি তোমার অনিষ্ট করতে চায় তাহলে তোমার জন্য যতটুকু কল্যাণ আল্লাহ লিখে রেখেছেন তার বেশী তারা কোনই অনিষ্ট সাধন করতে সক্ষম হবে না। এ ব্যাপারে লেখার কলম তুলে নেওয়া হয়েছে, কাগজে কালি শুকিয়ে গিয়েছে।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, সন্তান নিজ সুস্থ প্রকৃতি তথা ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে হয়ত ইয়াহুদীতে পরিণত করে, কিংবা খৃষ্টানে কিংবা অগ্নিপুজকে।

উনিষঃ নামায ও কুরআনের তালীম দেওয়া

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين و اضربوهم عليها و هم ابناء عشر و فرقوا بينهم فى المضاجع

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, তোমরা নিজ সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাযের আদেশ দাও। দশ বছরে নামায না পড়লে তাদের প্রহার কর। এ বয়সে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।

عن على رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ادبوا اولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم و حب ال بيته و تلاوة القران فان حملة القران فى ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله مع انبيائه و اصفيائه

হযরত আলী রা. বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, করেছেন, নিজ সন্তানদের তিনটি জিনিস শিখাও। তোমাদের নবীর প্রতি ভালবাসা পোষণ, আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা পোষণ এবং পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত। কারণ যারা পবিত্র কুরআন মুখস্ত করে তারা যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সেদিন নবী ও ওলীগণের সঙ্গে আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে।

বিশঃ আহকামে শরীয়তের তালীম দান

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال مروا اولادكم بامتثال الاوامر و اجتناب النواهي فذالك وقاية لهم من النار

মহানবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নিজ সন্তানদেরকে শরীয়তের আদিষ্ট বিষয়াদি পালণের এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার হুকুম দাও। কারণ এটিই হল তাদের জন্য জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকার উপায়।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم طلب العلم فريضة على كل مسلم

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, দীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।

একুশঃ শিষ্টাচারিতার শিক্ষাদান

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لان يودب الرجل ولده خير من ان يتصدق بصاع

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, ব্যক্তি নিজ সন্তানকে শিষ্টাচারিতার শিক্ষাদান করা এক সা সম্পদ সদকা করার চেয়েও বেশী মূল্যবান।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, পিতা নিজ সন্তানকে যে উপঢৌকন দান করে তাতে সর্বোত্তম উপঢৌকন হল সুন্দর শিষ্টাচার শিক্ষাদান।

বাইশঃ সন্তানের বিবিধ হক

عن انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال حق الغلام ان يعق عنه يوم السابع و يسمى و يماط عنه الاذى فاذا بلغ ست سنين ادب و اذا بلغ تسع سنين عزل عن فراشه فاذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة و الصوم فاذا بلغ ست عشرة زوجه ابوه ثم اخذ بيده و قال قد ادبتك و علمتك و انكحتك اعوذ بالله من فتنتك فى الدنيا و عذابك فى الاخرة

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন, পুত্র সন্তানের অধিকার হল তার জন্মের সপ্তম দিবসে আকীকা করা, নাম রাখা, মাথা মুড়িয়ে দেওয়া। তারপর ছয় বছর বয়সে পৌঁছলে তাকে শিষ্টাচারিতার প্রশিক্ষণ দেওয়া। তারপর নয় বছরে পৌঁছলে তার শয়নের বিছানা পৃথক করে দেওয়া। তারপর তের বছরে পৌঁছলে নামায রোযার জন্য তাকে প্রহার করা। তারপর ষোল বছরে পৌঁছলে পিতা তাকে বিবাহ করিয়ে দিবে। তারপর তার হাত ধরে বলবে, আমি তোমাকে শিষ্টাচারিতা প্রশিক্ষণ দান করেছি, ইলম শিক্ষা দিয়েছি তারপর তোমাকে বিবাহ করিয়ে দিয়েছি। আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই যে, তুমি যেন দুনিয়াতে বিপদগ্রস্থ এবং আখিরাতে আযাবগ্রস্থ না হও।

সন্তান কন্যা হলে তাকে পর্দার বিষয়ে তালীম দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ সা. নিজ শালিকা হযরত আসমাকে বলেছিলেন,

يا اسماء ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا و هذا و اشار الى وجهه و كفيه

হে আসমা! মেয়েরা যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছার কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন তাদের শরীরের কোন অংশ অনাবৃত হওয়া জায়িয নেই। তবে এইটুকু এইটুকু Ñ এ কথা বলে মহানবী সা. মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের দিকে ইশারা করেছেন।